

অনুবাদকের কথা

অলসতা একটি মারাত্মক ব্যাধি। যা দুনিয়া-আখিরাতে উভয় জগতের কল্যাণ ও সাফল্য লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। যার মাঝে অলসতা চেপে বসে, তার জীবনে কোনো উন্নত লক্ষ্য থাকে না। ফলে সে হাত-পা গুটিয়ে ঘরকুনো হয়ে পড়ে থাকাকেই পছন্দ করে। প্রকৃত সাফল্য ও কল্যাণের ব্যাপারে সে মোটেও জ্ঞান রাখে না! ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকা, দ্বীনের জন্য নিজের জান-মাল কুরবানি করা, কল্যাণকর কাজে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কিংবা উত্তম কোনো প্রচেষ্টায় অলস-অকর্মণ্য ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না। তাকে পাওয়া যায় উদরপূর্তি আর গুনাহের কাজে মজে থাকার মাঝে!

অলসতার কারণে অলস ব্যক্তি কেবল নিজেই এককভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয় না; বরং অলসতার ক্ষতিকর প্রভাব গোটা সমাজ ও জাতির মাঝে ছেয়ে যায়। যে জাতির যুবকরা কর্মতৎপর ও উদ্যমী না হয়ে অলস জীবন কাটায়, জাতি হিসেবে তারা দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। নিজেদের কর্তব্য ভুলে অলস-উদাসীন থাকার কারণেই তারা পদে পদে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার শিকার হয়। হ্যাঁ, অলসতা যখন যুবসমাজের মাঝে ব্যাপক হয়ে মহামারির আকার ধারণ করে, তখন শুধু তারাই নয়; বরং পুরো জাতি ধ্বংসের অতল গহ্বরে পৌঁছে যায়।

অলস কয়েক শ্রেণির আছে। কতক আছে, আমলের প্রতি যেমন উদাসীন, পার্থিব কল্যাণকর কাজকর্মেও তেমনই উদাসীন। অলসতা এদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরেক প্রকার অলস আছে, এরা পার্থিব ব্যাপারগুলোতে বেশ একটিভ থাকলেও আখিরাতে পাথেয় অর্জনে বরাবরই অলসতা প্রদর্শন করে। এরা অফিস-টাইমের ব্যাপারে সচেতন থাকলেও মসজিদে কখন নামাজের জামাআত হয়, তা জানার প্রয়োজন মনে করে না। আজান ঠিকই তারা শুনতে পায়, পারে না শুধু আজানের ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদে হাজির হতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলা দেখায় বিভোর থাকতে পারলেও দু-চার রাকআত নামাজ

পড়ার সময় তাদের হয় না। কুরআন মাজিদ খুলে দেখবে সে ফুরসতও এমন লোকদের মিলে না।....

প্রিয় পাঠক, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সাফল্য লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো এ অলসতাকে আমাদের জীবন থেকে বেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। উদ্যমী হয়ে আপন দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে। তো অলসতার ক্ষতিকর প্রভাব কী? আর কীভাবেই বা আমরা এ মারাত্মক ব্যাধি থেকে বাঁচতে পারব?—এ বিষয়কে সামনে রেখেই আপনাদের জন্য রুহামার এবারের উপহার ড. খালিদ আবু শাদি রচিত (الحرب على الكسل)-গ্রন্থের সরল অনুবাদ ‘অলসতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ’। হ্যাঁ, জীবন থেকে আলস্য বা অলসতাকে বেঁটিয়ে বিদায় করার ১০টি কার্যকর উপায় নিয়ে রচিত চমৎকার এ গ্রন্থটি সকল পাঠকের জন্য উপকারী হবে, ইনশাআল্লাহ।

- হাসান মাসরুর

সূচিপত্র

- অলসতা, বিদায় তোমায় : ১৩
হৃদয়ে গেঁথে রাখার মতো একটি হাদিস : ১৪
একটি মারাত্মক শব্দ : ১৫
মস্তিষ্কে গেঁথে নাও : ১৬
ক্ষতিকর ইলম : ১৭
লেখকের কথা : ১৯
অলসতা করে কী লাভ! : ২৩
১. পার্থিব ক্ষতি : ২৩
 ২. ইবাদতের বিপদ : ২৫
 ৩. চিরন্তন সংঘাতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন : ২৬
 ৪. নবিদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ : ২৮
 ৫. উন্নতি ও অবনতি : ২৯
 ৬. ব্যাপক মহামারি : ৩১
 ৭. কর্মতৎপরতা ইসলামের প্রতীক : ৩২
 ৮. মিশ্র বিষয় : ৩২
- অলসতা কী? : ৩৪

জীবন থেকে আলস্যকে বাঁচিয়ে বিদায় করার ১০টি কার্যকর উপায়

প্রথম উপায় : দুআ

১. অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা : ৩৭
মানুষ দুভাবে সক্ষমতা হারায় : ৩৮
আশ্রয় প্রার্থনার দুটি অর্থ : ৩৯
২. দৃঢ়তা ও সাহায্য প্রাপ্তির জন্য দুআ করা : ৪০
আমরা সকলেই ফকির! : ৪২
তোমার প্রতি একটি প্রশ্ন : ৪৩
প্রকৃত অক্ষম!! : ৪৩
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : ৪৪
সাহায্যের আবেদন : ৪৫

দ্বিতীয় উপায় : নিফাকে লিপ্ত হওয়ার ভয়

- এ যুগের হুজাইফা : ৪৮
বিশাল অফার : ৪৯
দুটি পথ, যা ছাড়া তৃতীয় কোনো পথ নেই : ৫০
কথা স্পষ্ট... : ৪৯
মারাত্মক ভয়! : ৫০
সমতার নীতি : ৫১
হে ভীত ও শঙ্কগ্রস্ত ভাই, সুসংবাদ গ্রহণ করো! : ৫২

তৃতীয় উদায় : প্রতিদানে বিশ্বাস রাখা

মুমিনদের প্রলুব্ধকারী কিছু লাভজনক বিষয় :: ৫৬

বিশ্বাস আমলের বোঝাকে হালকা করে :: ৫৮

নববি আদেশই চূড়ান্ত :: ৬০

জান্নাত তরবারির ছায়াতলে :: ৬১

শান্তির প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস :: ৬২

চতুর্থ উদায় : লক্ষ্য স্থির করা

আমরাই অগ্রগামী :: ৬৬

উন্নত লক্ষ্য :: ৬৮

ঐশী লক্ষ্য ও শয়তানি লক্ষ্য :: ৬৯

লক্ষ্য অর্জনে যা অন্তরায় :: ৭০

লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম নির্ণয়ে ত্রুটি :: ৭০

নিয়ত নবায়নের অনুশীলন :: ৭১

লক্ষ্য পূরণে পথচলায় দুর্বলতা :: ৭১

উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্য :: ৭২

লক্ষ্য স্পষ্ট না হওয়া :: ৭৩

লক্ষ্য পূরণে স্থবিরতা :: ৭৩

লক্ষ্যের ব্যাপকতা :: ৭৪

লক্ষ্যহীনতা?! :: ৭৬

পঞ্চম উদায় : মুহাসাবা করা

ছয়টি শব্দে মুহাসাবা :: ৭৭

মানুষের মুহাসাবা কেমন হয়ে থাকে?! :: ৭৯

নফস যখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে! :: ৮১

মুহাসাবার ফলাফল : ৮২

১. নেককারদের তাওবা : ৭২

বান্দাসুলভ মুহাসাবা! : ৮৪

কালো দাগের কাহিনি : ৮৭

সাদা দাগের কাহিনি : ৯০

২. পথ-সংশোধন : ৯১

অলসতার উৎসগুলো : ৯২

৩. শোকর ও অবিচলতা : ৯৪

৪. শ্রেষ্ঠদের প্রতিযোগিতা : ৯৬

প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর একজন জ্ঞানী আছেন : ৯৭

ষষ্ঠ উদায় : সাধকদের জীবনী

সবচেয়ে বড় মাপকাঠি! : ১০১

অলসতার সাথে রাসুলের আচরণ কেমন ছিল? : ১০২

কিতাবকে সঙ্গী বানাও! : ১০৩

অলসতা দূর করার কিছু ঘটনা! : ১০৩

সপ্তম উদায় : মৃত্যুর আলোচনা ও তার স্মরণ

১. বিচ্ছেদ : ১০৮

আমি তো মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে! : ১০৯

মৃত্যুর ধারাবাহিকতা : ১১১

২. নিদ্রা : ১১৩

দৈনন্দিন স্মৃতি! : ১১৩

প্রস্তুত হও! : ১১৫

কেন আমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করি?! : ১১৫

৩. কবর : ১১৬

দুটি ঘর : ওপরে ও নিচে : ১১৮

মৃত্যুর পর দুনিয়াবিমুখদের অবস্থা! : ১২১

দরজায় আগত সাক্ষাৎকারী : ১২২

৪. অসুস্থতা : ১২৩

কীভাবে! : ১২৩

মৃত্যুর চতুর্ভুজ : ১২৪

অষ্টম উপায় : উপদেশ

উপদেশ নাকি সম্পদ?! : ১২৮

কল্যাণকামিতার সীমা : ১২৯

কখন উপদেশ দেবে?! : ১৩০

কে আপনাকে উপদেশ দেবে?! : ১৩২

১. হৃদয়বান ব্যক্তি : ১৩২

২. ইলম ও অভিজ্ঞতার অধিকারী : ১৩২

চমৎকার কিছু উপদেশ : ১৩৩

নবম উপায় : দুজনের সান্নিধ্য

কাজির দরবারে বাদানুবাদ : ১৩৯

এক সাহচর্য থেকে অন্য সাহচর্যে : ১৪১

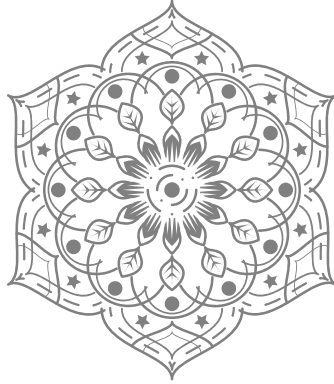
ফজরে মুসল্লি সংগ্রহের অভিযান : ১৪২

দশম উপায় : কথা ও ভাবে ভালো দিক পোষণ

তোমার ভাষা তোমাকে গঠন করবে : ১৪৫

হতাশাজনক কিছু কথা : ১৪৮

আশাবাদী কিছু কথা : ১৪৯



অলসতা, বিদায় তোমায়

অলসতা, বিদায় তোমায়। এখন দৃঢ় সংকল্প আর কর্মব্যস্ততার সময় এসেছে।

আমার দিগন্তে উষার আলো উঁকি দিচ্ছে। তাই আমি আশার আলো দেখি।

মহান রবের কাছে প্রার্থনা করি, রাতের শেষ প্রহরে উঠে মিনতি করি।

আবার ফিরিয়ে আনব সেই সোনালি ইতিহাস। কুদসের ভূমিতে মোরা সমবেত হব।

শোনো, আগন্তুক অলসতা! তুমি আমার জীবনে এসেছ, কিন্তু যেতে চাচ্ছ না। তাই অচিরেই তোমাকে হত্যা করব। কারণ, আমি বাঁচতে চাই। একটি সুন্দর জীবন গঠন করতে চাই। তুমি আমাকে ছেড়ে যাওয়ার আগেই আমি তোমাকে ছেড়ে যাব। তুমি আমার হৃদয়ে আঘাত করার পূর্বেই আমি তোমাকে শেষ করে দেবো। কিছুটা পরে হলেও অবশ্যই অবশ্যই তোমার ইতি ঘটাব। তোমার সাথে আপসের সময় শেষ। আমার কাছে অবস্থান করার কোনো সুযোগ নেই তোমার। গাফিল, উদাসীন আর ঘুমন্তদের হৃদয়ই তোমার উপযুক্ত স্থান। তোমার নিষ্ফলতা তোমার কাছেই রাখো। আমি তোমাকে সমূলে উৎপাটন করে বহু দূরে ছুড়ে ফেলে দেবো। এমন জায়গায় নিয়ে তোমাকে পুঁতে রাখব, যেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারবে না। তোমার পরিবর্তে আমি আমার হৃদয়ে কর্মচাঞ্চল্য, উদ্যম ও উর্বরতার চাষ করব। তাহলে আমি নিজেকে এবং অন্যদেরকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে পারব, মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে সক্ষম হব, উদাসীনদের হাত ধরে আল্লাহর দিকে নিয়ে যেতে পারব, মুত্তাকিদের কাতারে शामिल হওয়ার সুযোগ পাব এবং জান্নাতীদের মাঝে সামনের সারিতে স্থান পাব।

হৃদয়ে গেঁথে রাখার মতো একটি হাদিস

উপদেশ দিতে গিয়ে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

يَا شَدَّادُ بَنِ أَوْسٍ، إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدِ اكْتَنَزُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَانْكَبْ
هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمَنَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ،
وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ،
وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا
تَعَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّمَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعَلَّمَ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ

‘শাদ্দাদ বিন আওস, যখন তুমি মানুষকে স্বর্ণ-রূপা জমা করতে দেখবে, তখন তুমি এ বিষয়গুলো অন্তরে গেঁথে রাখবে—

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সকল বিষয়ে দৃঢ়তা চাই। সঠিক পথের ওপর অবচলতা কামনা করি।

আমি আপনার কাছে আপনার রহমত লাভের মাধ্যমগুলো প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি আপনার ক্ষমা পাওয়ার মতো বিশেষ আমলগুলোর।

আমি আপনার কাছে আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় ও উত্তমরূপে ইবাদত করার তাওফিক চাই।

আপনার কাছে চাই একটি সুস্থ হৃদয় ও সত্যবাদী জবান।

আপনার জানা যত কল্যাণ আছে, তা আপনার কাছে প্রার্থনা করি। এবং আপনার জানার মধ্যে যত অকল্যাণ আছে, তা থেকে পানাহ চাই।

আপনার জানার মধ্যে আমার যত পাপ আছে, তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিশ্চয় আপনি তো অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত।’

১. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৭১৩৫, মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৮৭২।

একটি মারাত্মক শব্দ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه এ কথা বলতে অপছন্দ করতেন যে—

إِنِّي كَسَلَانُ

‘আমি অলস।’^২

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه-এর এই বাণী থেকে তোমার জন্য উপদেশ—

স্বীয় জবান দ্বারা নিজের ওপর জুলুম করো না। এবং তাকে অনর্থক কাজকর্ম ও ব্যর্থ আবেগ প্রকাশের মাধ্যম বানিয়ে না।



২. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ : ৫/৩২০।

মস্তিষ্কে গৈথে নাও

এই কিতাবের শেষের দিকে একটি নকশা যুক্ত করা আছে। যা তোমাকে কিছু উত্তম উপদেশ দেবে। নেক আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে—এতে তুমি সেখান থেকে উপদেশগুলো স্মরণ করে যথাস্থানে তা ব্যবহার করতে পারবে। যখনই সেই নকশার দিকে তাকাবে, সাথে সাথে তোমার দৈনন্দিন কোনো না কোনো আমলের কথা মনে পড়ে যাবে। এভাবেই সাজানো হয়েছে সেটি। এই কিতাবের সারনির্যাস থেকে সহজ ও সাবলিলভাবে সেগুলোকে তোমার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুরো দিনের আমলগুলোকে যদি এই নকশার মতো করে সাজিয়ে নাও, তাহলে আরও কিছু ফায়দা পাবে। যেমন :

- প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে নিজের সাথে মুহাসাবা (আত্মপর্যালোচনা) করার সুযোগ হবে।
- যেকোনো কাজের শুরুতে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সহজ হবে। সুতরাং তুমি যে কাজটি করতে যাবে, সেটি যদি ইবাদত হয়ে থাকে, তাহলে এর পূর্বে নিয়তকে ঠিক করে নেবে। আর যদি কোনো অভ্যাসজনিত কাজ হয়ে থাকে, তাহলে সেটিকে ইবাদতে পরিণত করার চিন্তা করবে।
- আল্লাহর কাছে দুআ করার মানসিকতা তৈরি হবে। প্রত্যেক সালাত পরিপূর্ণ তাদাব্বুর ও অনুভূতি দিয়ে আদায় করার অভ্যাস তৈরি হবে। তা ছাড়া দুআ কবুল হবার সময়গুলোতে আল্লাহর কাছে দুআ করবে। অলসতাকে পরাজিত করে নব উদ্যম নিজেকে সাজিয়ে তোলার দুআ করবে।
- বন্ধুবান্ধব বা সহপাঠীদের সাক্ষাতে এবং কোনো ইমানি মজলিশে বসলে তাদের থেকে কিছু উত্তম উপদেশ পাওয়ার আশা জাগ্রত হবে।

ক্ষতিকর ইলম

সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﷺ বলেন :

‘ইলম যদি তোমাকে উপকৃত না-ই করে, তাহলে নিশ্চিত তোমার ক্ষতি করবে।’^৩

কেননা, তুমি যদি ইলম অনুযায়ী আমল না করো, তাহলে সেই ইলম তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে এবং কিয়ামতের দিন সে অনুযায়ী তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

এ জন্য ইবনে উয়াইনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আলিম কে?’

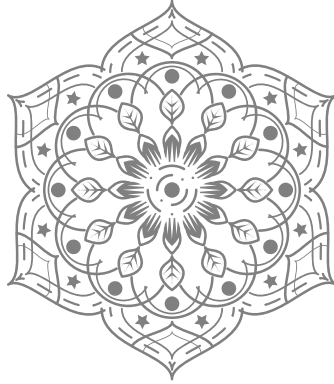
তখন তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি প্রতিটি হাদিসের যথাযথ হক আদায় করে।’

অতঃপর বলা হলো, ‘হাদিসের হক কী?’

তিনি বললেন, ‘হাদিসের হক হলো, তদনুযায়ী আমল করা।’^৪

৩. আহমাদ ﷺ কৃত আজ-জুহদ : ১/৯৭।

৪. ইকতিজাউল কওলিল আমল : ১/৮৪।



লেখকের কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।’^৫

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

‘হে মানব-সমাজ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, অতঃপর সেই দুজন থেকে বিস্তার করেছেন বহু নর-নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।’^৬

৫. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।

৬. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا


‘হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে মহাসাফল্য অর্জন করল।’^৭

রমাজানে সাধারণত সকলের মাঝেই আমলের আগ্রহ ও প্রবণতা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু রমাজান শেষে সেই আগ্রহ ও প্রবণতা আর বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তাই আমি রমাজানের পরে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ওপর অবিচলতার বিষয়ে একটি রিসালাহ লেখার ইচ্ছা পোষণ করি। রমাজানে মানুষ খুব কমই আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন নেক আমলের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তাআলার অনেক নিকটে পৌঁছে যায়। কিন্তু রমাজান শেষে অধিকাংশ মানুষ ধীরে ধীরে আবার পেছনে ফিরে আসে। এসব বিষয় লক্ষ করে ভাবলাম, এই রিসালাহটিকে আমি এগুলোর প্রতিষেধক হিসেবে তৈরি করব। যেখানে উন্নত মনোবল অর্জনের পন্থা এবং হীনম্মন্যতা ও অলসতার প্রতিকার তুলে ধরা হবে। আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে এই বিষয়ের একটি সেমিনারে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমিও তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিলাম। সেই সেমিনারে আল্লাহ তাআলা আমার জবান দিয়ে অনেকগুলো মূল্যবান ও কল্যাণকর কথা বের করে দিয়েছেন। তাই ভাবলাম, এগুলোকে একটি রিসালাহ আকারে প্রকাশ করব; যাতে সকলেই তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

অলসতা একটি কঠিন ও মারাত্মক ব্যাধি। তা কারও মাঝে চেপে বসলে তার দুনিয়া ও আখিরাত শেষ করে দেয়। শুধু তাই নয়; বরং অলস ব্যক্তি ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বই হারিয়ে ফেলে এবং তার মেধাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইমাম রাগিব বলেন, ‘যে ব্যক্তি কর্মহীন সময় কাটায় বা অলসতা করে, সে মানুষের বৈশিষ্ট্য থেকে ছিটকে পড়ে। এমনকি প্রাণীর বৈশিষ্ট্য থেকেও দূরে সরে যায় এবং মৃত ব্যক্তিদের কাতারে शामिल হয়। কারণ, অবসরতা মানবিক কাঠামোকে নষ্ট

৭. সূরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

করে দেয়। তাই যেই অপের ব্যবহার ব্যাহত হবে, তা ধীরে ধীরে অকার্যকর হয়ে পড়বে। যেমন : চক্ষু বন্ধ করে রাখলে, হাত কর্মহীন করে রাখলে (তা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে)। যেমনিভাবে শরীর অলসতার মাধ্যমে বিলাসিতাপ্রিয় হয়ে যায়, অলসতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, ঠিক তেমনই চিন্তা-গবেষণা না করার ফলে অন্তরও নির্বোধ হয়ে যায় এবং পৌঁছে যায় পশুর স্তরে।^৮

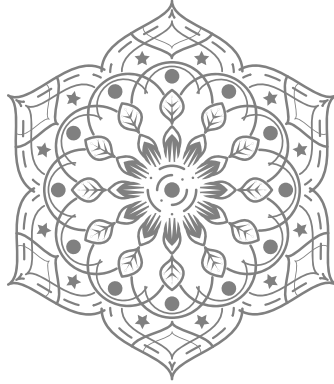
অলসতা এমন এক কঠিন ব্যাধি, যা আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোনোভাবেই পরোয়া করে না; চাই সে বৃদ্ধ হোক বা যুবক, পুরুষ হোক বা মহিলা, ঋণগ্রস্ত হোক বা উদাসীন। এ জন্যই সতর্ক থাকতে হবে। যাতে কোনোভাবেই অলসতার ভয়াল থাবায় পড়তে না হয়। সব শ্রেণির মানুষকে এর থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এমনকি দৃঢ় প্রত্যয়ী উচ্চ মনোবলসমৃদ্ধ মানুষদেরও। ইবনুল কাইয়িম  বলেছেন :

‘কোনো কিছু অর্জনে পরিশ্রমকারীদের অবশ্যই কিছু সময় বিরতি ও অবসাদের সম্মুখীন হতে হয়।’

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এই সামান্য প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন। যেসব মন্দ বিষয় থেকে আমি মানুষকে বারণ করেছি, সেসব থেকে তিনি যেন আমাকেও হিফাজত করেন। আর যারাই এই রিসালাহটি পড়বে, আমাকে যেন তাদের নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করেন। বস্তুত তিনিই এসবের কর্মবিধায়ক আর তিনিই এ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

- খালিদ আবু শাদি

৮. আজ-জারিতাতু ইলা মাকারিমিশ শারিআহ : ২৬৯-২৭০।



অলসতা করে কী লাভ!

অলসতা করে কী লাভ বন্ধু? অলসতার মাঝে রয়েছে নানাবিধ ক্ষতি। ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি বৈ কী আছে এতে? চলো, অলসতার দুনিয়াবি ও পরকালীন ক্ষতিগুলো তুলে ধরি।

১. পার্থিব ক্ষতি

অলসতার পার্থিব ক্ষতি হলো, পরকালীন পরিতাপের পূর্বেই ইহকালীন পরিতাপে দক্ষ হওয়া। যা পরকালীন ক্ষতির পথকে আরও ত্বরান্বিত করে। ইবনুল জাওজি رحمہ বলেন :

‘অলস ব্যক্তির বেঁচে থাকার আর কী স্বার্থকতা আছে, যখন তার সঙ্গী-সাথিরা জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করে আর সে থেকে যায় অজ্ঞ এবং তারা সচ্ছলতা লাভ করে আর সে থেকে যায় হতদরিদ্র?! এমন মানুষগুলোর অলসতা করে জীবনকে উপভোগ করার কোনো স্বার্থকতা আছে?!’^৯

অলসতার হলো জীবনের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং জীবনের মূল্যবান সময়-সুযোগগুলো হাত ছাড়া করার নাম। আবুল ফাতাহ আল-বুসতি رحمہ বলেছেন :

‘হে দৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, কখনো কি দেখেছ, অলসতার ঘোরে আচ্ছন্ন থেকে কাউকে মধু আহরণ করতে?’

সুতরাং প্রত্যেক অলস নর-নারীকে বলছি, যে অলসতার চাদর মুড়িয়ে বসে থাকে, সে কখনো মধু আহরণ করতে পারে না। আর যারাই প্রবৃত্তির লালসায় পড়ে, তাদেরকে লাঞ্ছনা আর বঞ্চনাই পোহাতে হয়।

অলসতা পরিহার করতে পারলেই জীবনের গতিপথে বরকত লাভ হবে, মনোবলে দৃঢ়তা আসবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি এর প্রমাণ পাওয়া যায় দাবার চালেও। ইবনুল কাইয়িম رحمہ বলেছেন :

৯. সাইদুল খাতির : ৩১৪।

‘দাবার বোর্ডের মধ্যে البيذق গুটির গতি ধীর হয়। কিন্তু যখন তা সামনে চলে, তখন অন্যগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।’^{১০}

দাবা খেলার নিয়ম হলো, البيذق গুটিটি চলতে চলতে বোর্ডের অপর প্রান্তে যখন পৌঁছে যাবে, তখন তার অবস্থান উন্নত হয়ে সে মস্ত্রীর মর্যাদায় উন্নীত হয়। এটি কেবল তার অলস বসে না থেকে চলাফেরা করার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে—এই অবস্থান সে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে উচ্চ মনোবল ও নিজের অবস্থানকে ছোট করে না দেখার কারণেই।

যদি তুমি নিজেকে আসমান ও জমিনবাসীদের কাছে অপরিচিত করে তুলতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে একটি সহজ পথ দেখিয়ে দিতে পারি। যা অবলম্বন করলে তোমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে। তা হলো, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অলসতার চাদরে নিজেকে জড়িয়ে রাখো। তবেই তোমার অখ্যাতি, মর্যাদাহীনতা এবং জীবনযুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ পাবে। আর এটাই হবে তোমার অলসতার যথার্থ প্রতিদান।

যদি ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদের দিক বিবেচনা করি, তাহলে দেখা যাবে দুনিয়ার অধিকাংশ কোটিপতি নিজ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদেরকে কেউ অর্থ জোগান দিয়ে কোটিপতি হতে সাহায্য করেনি। শূন্য থেকেই তারা শুরু করেছিল। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর ৯৫% কোটিপতির সন্তানরা তাদের বাবা থেকে পাওয়া এই অচেল সম্পদ হারিয়ে রিক্তহস্ত হয়ে বসে। কেবল ৫% সন্তান এমন যে, যারা তাদের বাবার এসব সম্পদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে জানে।

আমাদের পিছিয়ে থাকার কারণ

অপরদিকে যদি রাষ্ট্রের বিবেচনা করি, তাহলে দেখা যাবে অতি ছোট্ট একটি রাষ্ট্র হলো জাপান। অথচ পৃথিবীর সব থেকে সমৃদ্ধ অর্থনীতি তাদের। আবার অপর একটি মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র—যেখানে আল্লাহ তাআলা অনেক জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক

১০. আল-ফাওয়ানি : ৪৫।

অবস্থা ও উন্নতির পরিধি খুবই সীমাবদ্ধ। তাদের ইচ্ছাশক্তি, মনোবল অতি ক্ষীণ। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ক্রটিযুক্ত হয়ে পড়েছে। তাই ব্যর্থতা তাদের সাথে লেগেই আছে। পিছুটান তাদের যেন ছাড়ছেই না।

কোনো জাতির পতন, দেশের জনগণের ধ্বংসসাধন, রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড বাঁকাকরণ এবং তিলে তিলে গড়ে তোলা সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য অলসতাই যথেষ্ট। যখন বারামিকা সম্প্রদায়ের কোনো এক ব্যক্তিকে তাদের সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন সে বলল—

‘প্রত্যুষের ঘুম এবং সন্ধ্যার পানীয় গ্রহণ।’

২. ইবাদতের বিপদ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস  বলেন :

‘প্রত্যেক জিনিসের জন্যই বিপদ আছে। ইলমের বিপদ হলো ভুলে যাওয়া। আর ইবাদতের বিপদ হলো অলসতা।’

- রমাজানে মানুষ প্রতিযোগিতার সাথে ইবাদত করে। খুশু-খুজু, বিনয় ও পবিত্রতার উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়। কিন্তু রমাজান শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মর্যাদার সুউচ্চ আসন থেকে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে আসে। এভাবে পুনরায় রমাজানের পূর্বের মতো একই অবস্থায় ফিরে আসে।
- অনেকেই হজ-উমরা পালন করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে ফিরে আসে। আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকারগুলো পূরণ করতে শুরু করে, মানুষের হকগুলো আদায় করার অভ্যাস গড়ে তোলে। কিন্তু কালের আবর্তনে কিছু দিনের মধ্যেই সেই তারা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। তার অঙ্গীকারগুলো বাতাসের বেগে হারিয়ে যায়। অতঃপর আগের মতোই অলসতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।
- কেউ কেউ কুরআনে কারিম হিফজ করার সংকল্প করে। অতঃপর মাসখানিক বা অর্ধমাস রুটিন মেনে হিফজ করতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়

এবং তার রুটিনের কথা পুরোই ভুলে যায়। এমনকি মুখস্থ করা অংশগুলোও ভুলে যায়। ফলে দ্বিতীয়বার আর শুরু করার হিম্মত হয় না।

এটি হলো অলসতার ক্ষতির একটি দিক। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা মানুষ কীভাবে করে থাকে, তারই একটি চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ইবাদত শুরু করার পর ধীরে ধীরে অলসতা করতে থাকে। একপর্যায়ে তা অভ্যাসে পরিণত হয়। অতঃপর একটা সময় ইবাদত প্রাণ হারিয়ে ফেলে। ফলে সেই ইবাদতের প্রতি ব্যক্তির কোনো গুরুত্বই থাকে না।

অলসতা যাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কাজও গুরুত্বহীন ও ভারী বোঝা মনে হয়। যদি তারা পরিশ্রম আর ক্লাস্তির সুমিষ্ট ফলাফল সম্পর্কে জানত, তাহলে অলসতার চাদর ছুড়ে ফেলে দিত। আল্লামা জামাখশারি ‘রবিউল আবরার’ গ্রন্থে এমনই বলেছেন। তিনি বলেন :

‘ইবাদতকারীর জন্য ইবাদত খুব ভারী হয়ে থাকে, যেমন তা মিজানে ভারী হবে। আর অলসের জন্য অলসতা হালকা হয়ে থাকে, যেমন তা মিজানে হালকা হবে।’

৩. চিরন্তন সংঘাতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন

ঘুমের সময় শয়তান মানুষকে কাবু করার চেষ্টায় মেতে ওঠে। কেননা, ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ শয়তানের মোকাবিলা করার শক্তি ও উদ্যম হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় শয়তান মানুষের খুব কাছে থাকে এবং তাদের দুর্বলতার কারণে সে কাবু করার শক্তি পায়। তা ছাড়া শত্রুও রাতের বেলা আক্রমণ করে থাকে। কারণ, রাত হচ্ছে আক্রমণের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। শয়তান ঘুমের সময় মানুষের নাসারঞ্জে বসে থাকে। কেননা, এ সময় তারা শত্রুর সাথে মোকাবিলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অতঃপর সে তিনটি গিঁট দেয়। হাদিস শরিফেও এমনই বর্ণিত আছে। এই তিনটি গিঁটের কার্যকরিতা ও অকার্যকরিতার ওপরই মানুষের সারাদিনের অলসতা ও উদ্যম নির্ভর করে। তাই বান্দা যখন সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁড়ায়, তখন শয়তান দূরে সরে যায় এবং একটি গিঁট খুলে যায়। ফলে সেই অনুপাতে তার ভেতর থেকে অলসতা দূর হয়। এরপর বান্দা যদি অজু করে নেয়, তাহলে দ্বিতীয় গিঁটটিও খুলে যায় এবং উদ্যমও বৃদ্ধি পায়। এরপর

যদি সে দুই রাকআত সালাত আদায় করে, তবে তো তৃতীয় গিঁটটিও খুলে যায়, শয়তানের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে পড়ে এবং শয়তানের পাতা ফাঁদ থেকে বান্দার মুক্তি মিলে। ফলে তার দিনটি অত্যন্ত উদ্যম ও কর্ম-তৎপরতার সাথেই অতিবাহিত হয়। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عَقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنِ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنِ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدُهُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ نَشِيظًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ

‘মানুষ যখন ঘুমায়, শয়তান তখন তার মাথার পশ্চাদভাগে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতিটি গিঁটের জায়গায় সে প্রহার করতে থাকে আর বলতে থাকে, “এখনো অনেক রাত বাকি আছে। তুমি ঘুমাও।’ অতঃপর বান্দা যখন ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন একটি গিঁট খুলে যায়। তারপর অজু করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। এরপর সালাত আদায় করলে অবশিষ্ট গিঁটটিও খুলে যায়। অতঃপর সে পূর্ণ উদ্যম ও প্রফুল্ল মেজাজ নিয়ে সকাল অতিবাহিত করে। অন্যথায় খারাপ মন ও অলসতা নিয়ে সকাল শুরু করে।”

রাসুল ﷺ-এর এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, শয়তান তোমার সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধে লিপ্ত। সে তোমার শক্তির উৎস লক্ষ্য করে আঘাত করতে চায়। তোমার ইচ্ছাগুলোকে সমূলে অকার্যকর করে দিতে চায়। দিনের শুরুতেই সারাদিনের যুদ্ধে তোমাকে পরাজিত করে রাখতে চায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত তোমার হাতে। চাইলে অলসতা করে এবং আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল হয়ে শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করো; অথবা আল্লাহর জিকিরের খোলা তরবারি উন্মুক্ত করে, প্রত্যুষে জাগ্রত হয়ে, ইমানি বলে বলীয়ান হয়ে পবিত্রতা ও উদ্যমের অস্ত্র নিয়ে শয়তানকে পরাজিত করো—যে তোমাকে প্রতি রাতেই ধোঁকার জালে আটকাতে চায়। সুতরাং হে নিষ্ঠুর, তোমার সাহসিকতা দেখিয়ে দাও।

১১. সহিহুল বুখারি : ৩২৬৯, সহিহ মুসলিম : ৭৭৬।

৪. নবিদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেন :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

‘অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন।’^{১২}

হে মুহাম্মাদ ﷺ, দুনিয়াতে আপনার জন্য বিশ্বামের কোনো অবকাশ নেই। জান্নাত হলো আপনার বিশ্বামের জায়গা। আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো থেকে অবসর হওয়ার পর আপনাকে দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করতে হবে। সুতরাং দুনিয়াতে আপনার দায়িত্বের কোনো শেষ নেই। একমাত্র আখিরাতে গিয়েই বিশ্বামের সুযোগ রয়েছে আপনার জন্য। আর দুনিয়াতে বিশ্বাম ও অবকাশ গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে আখিরাতে আমল থেকে উদাসীন করে রাখে। দৃঢ় প্রত্যয়ী শ্রেষ্ঠ রাসুলদেরকে আল্লাহ তাআলা এমনই নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা মুসা ও হারুন ﷺ-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন :

اٰذْهَبْ اَنْتَ وَاٰخُوٰكَ بِآيٰتِيْ وَلَا تَنْبِيَا فِيْ ذِكْرِيْ

‘তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলিসহ যাও আর আমার স্মরণে শৈথিল্য কোরো না।’^{১৩}

ইবনে আব্বাস ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : وَلَا تَنْبِيَا এর অর্থ হচ্ছে لَا تَبْطِئَا (তোমরা মত্ত হোয়ো না।) ইবনে জাইদ ﷺ বলেন, ‘যে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, সে হয় উদাসীন ও অমনোযোগী।’ যেমন বলা হয়ে থাকে যে, ‘অমুক ব্যক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে এই বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে অথবা এই বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।’ الوناء দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাজে-কর্মে বিরতি গ্রহণ করা। আর التواني ও الوناء এর অর্থ হলো, শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়া।

১২. সূরা আশ-শারহ, ৯৪ : ৭।

১৩. সূরা তহা, ২০ : ৪২।

সারকথা হলো, এই আয়াতে কারিমা দ্বারা আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কখনো অলসতা করা যাবে না এবং উদাসীন হয়ে পড়ে থাকা চলবে না। বরং পরিপূর্ণ উদ্যম ও মনোবলের সাথে তাঁর স্মরণ জারি রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ তাঁর শ্রেষ্ঠ ও মহান রাসুলদের থেকে শুরু করে সাধারণ রাসুলদের প্রতিও ছিল। কাউকে এই ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়নি।

৫. উন্নতি ও অবনতি

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى،
وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ

‘প্রতিটি আমলের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গণ্ডির ভেতরে থাকে, সে হিদায়াত পেল। আর যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে অতিক্রম করে, সে ধ্বংস হয়ে গেল।’^{১৪}

মানব স্বভাবই এমন যে, সে সব সময় একই ধারাবাহিকতায় কাজ করতে চায় না। এরূপ করতে থাকলে বিরক্তি ও ক্লান্তি চলে আসে। এ ছাড়া শয়তানও ধোঁকা দেওয়ার জন্য ওত পেতে থাকে। আবার জান্নাতকেও (নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছের বিপরীত) অপছন্দনীয় বিষয়াদি দ্বারাই ঢেকে রাখা হয়েছে।

বিবেকবান ব্যক্তি অবসর সময়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে। যেন তার পরবর্তী কাজে তার মাঝে আরও উদ্যম ও আগ্রহ জাগে। অবসর সময়ে নিজেকে সে ভালো কাজের মাধ্যমে সান্ত্বনা দেয় এবং খারাপ কাজগুলো নিয়ে চিন্তা করে তা থেকে বিরত থেকে ভালো কাজের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হয়ে ওঠে।

১৪. আস-সুন্নাহ লি ইবনি আবি আসিম : ৫১, মুসনাদু আহমাদ : ৬৯৫৮, সহিহ ইবনি হিব্বান : ১১।

অবসর সময়গুলোতে অন্তরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা, মনের চাহিদা ও স্বভাব জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যার ফলে নিজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা যায়, অলসতার ক্ষতিকে কমিয়ে আনা যায়। যদি কেউ এই কাজটি করতে পারে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে দুটি বড় ধরনের ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে রক্ষা করবেন।

১. দীর্ঘ অলসতা থেকে রক্ষা করবেন—যে অলসতা দীর্ঘ কল্যাণ ও বহু নেক আমল থেকে বঞ্চিত করে।
২. এমন অলসতা থেকে রক্ষা করবেন, যা হারাম কাজের দিকে নিয়ে যায়। তাই প্রায় সময় দেখা যায়, কেউ দীর্ঘ সময়-সুযোগ পেলে তাকে অলসতা পেয়ে বসে। ফলে এই অলসতা তাকে অপরাধকর্মে লিপ্ত করে ফেলে। তাই সব সময় ভাবতে হবে যে, অলসতা হলো সতর্কতার জন্য হলুদ চিহ্ন। যা নিষিদ্ধ লাল চিহ্নের দিকে অর্থাৎ হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং যারা সজাগ হৃদয়ের কারণে অলসতাকে দূরে ঠেলে দেয়, তারা এর মাধ্যমে মূলত ইমান হরণকারী শয়তানের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়।

এ জন্যই এই বইটির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো (এর পাঠকের মাঝে)—

- দুর্বলতা, হীনম্মন্যতা, অবসরতা ও অবসাদকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা।
- আর যখন অবসর সময় আসবে বা অলসতা চেপে বসবে, তখন এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। বরং অবসরতাকে ব্যস্ততা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে হবে এবং অলসতাকে উদ্যম দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে হবে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه-এর ফ্রন্দন

এই অবসরতা কাঁদিয়েছিল আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه-কে, যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আশপাশের লোকজন তাঁকে কাঁদতে দেখে তিরস্কার করেছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘আমি তো অসুস্থতার কারণে কাঁদছি না। কেননা, আমি রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি, অসুস্থতা হলো গুনাহের কাফফারাস্বরূপ। কিন্তু আমি কাঁদছি এই জন্য যে, আমার দুর্বলতার সময়ে আমাকে অসুস্থতা পেয়ে